ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1071-1079
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.106

নাটোর জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মোঃ তৈয়বুর রহমান, *পিএইচডি ফেলো, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ*

Received: 19.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

Natore is a district in the northern part of Bangladesh. Many royal landlords lived here. After the establishment of zamindari, a new trend was created in the education and social activities of this area. In addition to revenue collection, examples of educational activities of the landlords are found. Although revenue collection was their main job, some zamindars of Natore established several educational institutions. An observation of some renowned educational institutions in Natore shows the image of land grants and support of the zamindars. The main objective of this article is to analyze the role of the zamindars of Natore district in the field of education. An attempt has been made to collect information through various books, journals, reports, references and interviews. While analyzing the role of the zamindars in the field of education, this article gives an idea about the education system in contemporary times. This article attempts to provide details of the educational institutions established with the help of the major landlords of Natore district.

Key words: *education, students, teachers, landlords and scholarships.*

নাটোরে রাজা জমিদারদের বসবাস হওয়ায় জেলাটির শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়। সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি জমিদার ও স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার অগ্রগতিতে এগিয়ে আসেন। নাটোর ছিল সে সময় রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর। নাটোর শহরটি নারোদ নদের তীরে অবস্থিত। নারোদ নদসহ আশপাশের কিছু নদী শুকিয়ে গেলে নাটোর শহরে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮২৫ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে সদরদপ্তর নাটোর থেকে রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থানান্তার করা হয়।[১] তৎকালীন সময়ে রাজশাহীর বুয়ালিয়া গ্রাম হলেও ব্যবসার জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। নাটোর শহরের বিস্তৃতির সাথে জমিদারদের অবদান জড়িয়ে আছে। নাটোরে জমিদারদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে জমিদার বংশ বা জমিদাররা যে এলাকায় বসবাস করতো সে এলাকাগুলো মূলত এগিয়ে যেতে থাকে নাটোর জেলার পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এগুলো জমিদারদের সময়ে স্থাপিত এবং সেগুলো স্থাপনে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। ১৮৩৬ সালে ভারত উপমহাদেশে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। নাটোরে জমিদারদের সহায়তায় ইংরেজি ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এ সকল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে নাটোর ও আশপাশের শিক্ষার্থীরা সচেতন শ্রেণি গঠনে ভূমিকা রাখতে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপনে

জমিদারদের সহায়তার চিত্র পাওয়া যায়। তবে জমিদাররা চাইলে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা আরও অবদান রাখতে পারতেন, কেননা সে সক্ষমতা তাঁদের ছিল। তারপরেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের উদ্যোগ ও সহায়তা নাটোর অঞ্চলে শিক্ষার অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। রাজস্ব আদায় করে তারা অনেক অর্থের অপচয় ও বিলাসী জীবন যাপন করেছেন। উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়ে বেশ কিছু জমিদার প্রজাদের কল্যাণে কাজ করেন এবং শিক্ষাবিকাশে ভূমিকা রাখেন। নাটোর শহর সৃষ্টি ও বিকাশের সাথে জমিদারদের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। জমিদারদের সময়ে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো টিকে আছে ও শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মহারাণী ভবানীর সময়কাল থেকেই নাটোরে শিক্ষাবিস্তারে রাজপরিবারের সদস্যদের ভূমিকার চিত্র পাওয়া যায়। রাণী ভবানী নারী শিক্ষাকেও উৎসাহিত করতেন এবং তিনি রাজকুমারীদের বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা করেন।[২] রাজশাহী ও নাটোরে বহু জায়গায় তাঁর অর্থে টোল ও চতুষ্পাঠী শিক্ষা পরিচালিত হতো। নাটোরের অন্যান্য জমিদারগণও নাটোরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপন করে শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। নাটোরে শিক্ষার উন্নয়ন ও নগরায়ণে জেলার জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

নাটোর বাংলা বিদ্যালয় (১৮৪৬)

নাটোর বাংলা বিদ্যালয়টি ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় নাটোর রাজের ছোট তরফের রাজা আনন্দনাথের ভূমিকা স্মরণীয়। বর্তমান পুরনো আদালত ভবনের কাছে বিদ্যালয়ের জন্য ভবন তৈরি করা হয় এবং ২৫ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়টি চালু করা হয়। এ কর্মে তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্র ও নাটোর রাজ আনন্দনাথ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয়টির জন্য দু'জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে একজন হিসাব ও অংক শিক্ষা প্রদান করতেন ও অপরজন ব্যাকরণ শেখাতেন। মদনমোহন বাচস্পতি ব্যাকরণ শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।[৩] কিন্তু শুরুতে কিশোরীচাঁদ মিত্র ও রাজা আনন্দনাথের সাথে মতের অমিল দেখা দেয়। কিশোরিচাঁদ মিত্র ও রাজা প্রসন্ননাথের ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয়টিতে ইংরেজি শিক্ষা চালু করা। কিন্তু রাজা আনন্দনাথ গোঁড়া হিন্দু হওয়ায় তিনি বাংলা মাধ্যমে বিদ্যালয়টি চালু করেন। তার সাথে স্থানীয় লোকেরাও সমর্থন দেয়। যার ফলে নাটোরে সর্বপ্রথম এই নাটোর বাংলা বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। ১৮৪৯ সালের দিকে বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীর অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে আসে। রাজা আনন্দনাথ এ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। পরবর্তীকালে এ বিদ্যালয়ের একই স্থানে নাটোর স্কুল নামে বাংলা ভাষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং সেটিও পরবর্তীকালে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাইস্কুলের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে নাটোর বাংলা বিদ্যালয় নামে নাটোরে এ বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্ব নেই তবুও তৎকালীন সময়ে এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নাটোরের জনসাধারণের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল।

দিঘাপতিয়া পিএন হাই স্কুল (১৮৫২)

নাটোরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল দিঘাপতিয়া পি এন হাই স্কুল। ১৮৫২ সালে দিঘাপতিয়া পিএন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রসন্ননাথ দিঘাপতিয়া চতুর্থ জমিদার ছিলেন। তিনি প্রথমে একটি মধ্যম পর্যায়ের ইংরেজি স্কুল করার মনস্থির করেন। রাজা আনন্দনাথ যেমন বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে ছিলেন তেমনি প্রসন্ননাথ নাটোরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন। তাই রাজা প্রসন্ননাথের প্রচেষ্টায় দিঘাপতিয়া রাজবাড়ির আধা কি.মি পূর্ব দিকে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি প্রথম দিকে 'প্রসন্ননাথ একাডেমি' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫২ সালে ২৪ জানুয়ারি এটি উদ্বোধন করা হয় এবং নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রকে দেশি বিদেশি বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়।[৪] নাটোরে ইংরেজি শিক্ষা সূচনাকারী প্রথম স্কুল হলো দিঘাপতিয়া পিএন স্কুল। নাটোর বগুড়া মহাসড়কের উত্তর দিকে ৫.৭৯ একর জায়গা নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। রাজা প্রসন্ননাথ বিদ্যালয়টি যেন অর্থাভাবে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য ১০৮৪০০ টাকা (এক লক্ষ আট হাজার চারশত টাকা) দিয়ে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কোলকাতা শাখায় একটি পিএন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল এর মুনাফা হতে আয় দিয়ে নাটোর পিএন স্কুল, রাজশাহীর বোয়ালিয়া চিকিৎসালয় ও নাটোর পুরনো দাতব্য হাসপাতালটি পরিচালনা করা। ১৮৯১ সাল হতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে মোট ৩৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে ৬ জন প্রথম বিভাগ, ২০ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।[৫] বিদ্যালয়টি

পরিচালনার জন্য যাবতীয় ব্যয় দিয়ে যা কম পড়তো তার সব অর্থ দিঘাপতিয়া স্টেট হতে দেওয়া হতো। তৎকালীন সরকার বিদ্যালয়টিতে মাসিক ৫০ টাকা প্রদান করতেন কিন্তু দিঘাপতিয়া রাজা সে সাহায্য নেওয়া অবমাননা মনে করতেন। স্কুলের নথিপত্র হতে প্রাপ্ত ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছাত্র বেতন নিম্নের ছক-১ এ দেখানো হল।[৬]

শ্রেণি	মাসিক বেতন
দশম শ্রেণি	১.৫০ টাকা
নবম শ্রেণি	১.৫০ টাকা
অষ্টম শ্রেণি	১.০০ টাকা
সপ্তম শ্রেণি	১.০০ টাকা
ষষ্ঠ শ্রেণি	১.০০ টাকা
তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণি	০.৭৫ টাকা

ছক ১: ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ খি. পর্যন্ত দিঘাপতিয়া পিএন হাই স্কুলের ছাত্রবেতন বিদ্যালয়টিতে ১৮৯৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রধান শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নামের তালিকা নিম্নে ছক-২ এ উল্লেখ করা হলো।[৭]

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১	বাবু রুদ্রচন্দ মল্লিক	১৮৯৫-১৯০৩
২	যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	১৯০৪-১৯০৮
৩	নীল মাধব ফণী	১৯০৯-১৯১৮
৪	গোপেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ	১৯১৯-১৯২১
৫	দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯২২-১৯৪৯
৬	বিজয় গোবিন্দ চোংদার	১৯৪৯
৭	দক্ষিণারঞ্জণ চক্রবর্তী	১৯৫০
৮	কুলদা কান্তি চক্রবর্তী	১৯৫০
৯	মোঃ শহিদুল মিঞা	১৯৬০-১৯৬৭
১০	মোঃ কাশেম আলী	১৯৬৭-১৯৬৮
১১	নুর মোহাম্মদ মণ্ডল	১৯৬৯-১৯৯১

ছক ২: ১৮৯৫ হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দের তালিকা

মহারাজা প্রসন্ননাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় যে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন তা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ফান্ডের অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা করে তা পাওয়া সম্ভব হয়নি।[৮] রাজা প্রসন্ননাথ বিদ্যালয়টিতে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। সে সময় পাঠাগারে প্রায় ১৪৭০টি বই ছিল। আসবাবপত্র অনেকগুলো রাজা নিজে প্রদান করেন। এই পাঠাগারে রাজা বাহাদুর অনেকগুলো মূল্যবান বই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য দান করেছেন। এই পাঠাগারে ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, উর্দু সাহিত্য, ফারসি সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। রাজার তৈরি মূল্যবান কাঠের আলমারিতে এগুলো সংরক্ষণ করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যের চারটি বই স্বর্ণ খচিত মলাটে আবৃত ছিল। যা একখানা এখনো উত্তরা গণভবনে প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে। রাজা প্রসন্ননাথের এ পাঠাগারে পারস্যের বিখ্যাত কবি ফেরদৌসের রচিত শাহনামা এবং শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘গুলিস্থা বোস্তা’ সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই পাঠাগারের মূল্যবান গ্রন্থ পাক হানাদার বাহিনী নিয়ে যায় এবং অনেকগুলো মূল্যবান জিনিস নষ্ট করে ফেলে। ভিক্টোরিয়া এটলাস নামে তৎকালীন সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ এই পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল যা বর্তমানে দিঘাপতিয়া উত্তরা গণভবনের জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।[৯] এখনও এই পাঠাগারে ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা’ গ্রন্থের সবগুলো

খন্ড সংরক্ষিত আছে। তবে এর পাতাগুলো খুব দুর্বল ও তা পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর রাজা প্রসন্ননাথ একটি কাঁসার তৈরি ঘণ্টা প্রদান করেন যেটি দিয়ে এখনো বিদ্যালয়ে ঘণ্টা বাজানো হয়। এটি প্রায় ১৭৩ বছরের পুরনো। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শন করেছেন যাদের মধ্যে বাংলার গভর্নর ছোটলাট জর্জ ল্যানস লেট হেয়ার (ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ দাতা) যিনি ১৯০৮ সালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও বাংলার গভর্নর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেল, জন লামলি ডান্ডাসসহ অনেকে এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন ও তাদের মতামত লিখে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। বিখ্যাত এই ব্যক্তিদের পরিদর্শনের স্বাক্ষর বিদ্যালয়টির পরিদর্শন বইতে সংরক্ষিত আছে। বিদ্যালয়টিতে নাটোরের তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক গুণী ব্যক্তিবর্গ অধ্যয়ন করে অত্র এলাকার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এই বিদ্যালয়টি বর্তমান সময়েও শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাই স্কুল (১৮৮৪)

নাটোরে স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাই স্কুল। শহরের উত্তর প্রান্তে নাটোর রাজ ছোট তরফের বাগানবাড়ির পশ্চিমে দিঘাপতিয়া সড়কের পাশে এ স্কুলের অবস্থান। এ বিদ্যালয়টির পশ্চিমে পুরনো মজাদীঘি ও বড় তরফের রাজবাড়ির অর্ধাংশ, উত্তরে ডোমপাড়া এবং দক্ষিণে বঙ্গোজল অবস্থিত। ১৮৪৯ সালে নাটোর বাংলা বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায় এবং একই স্থানে নাটোরের সাধারণ জনগণের উদ্যোগে ১৮৫৫ সালে একটি বাংলা ভাষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। 'নাটোর স্কুল' নামে এই বাংলা ভাষা বিদ্যালয়টি ছিল কাছারি মাঠের উত্তর প্রান্তে যেখানে রাজা আনন্দনাথ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[১০] ১৮৫৭ সালে বিদ্যালয়টি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৫৯ সালে বিবরণ অনুযায়ী বিদ্যালয়টির মোট ছাত্র সংখা ছিল ৮৩ জন, এদের মধ্যে ৬৭ জন ছিল হিন্দু ও ১৬ জন ছিল মুসলমান। বেতন ছিল দু আনা। ১৮৫৯ সালে সরকারি সাহায্য মঞ্জুর করা হয় ২৫৬ টাকা ৪ আনা, চাঁদা বাবদ সংগৃহীত হয় ২৪৯ টাকা ৮ আনা এবং মাইনে ও জরিমানা থেকে আয় হয় ৭৭ টাকা ১০ আনা। বাৎসরিক আয় ও হিসাব থেকে উদ্বৃত্ত হয় ৪১ টাকা ১ আনা ৬ পয়সা।[১১] পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন রাজা চন্দ্রনাথ। তিনি বিদ্যালয়টিতে প্রচুর অর্থ সহায়তা দেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি নর্মাল স্কুল। ১৮৬১ সালের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন নির্দেশ দেয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে লিখতে হবে তখন থেকে বিদ্যালয়টিতে ইংরেজি প্রবর্তন করা হয়।[১২] ১৮৬২ সালে নাটোরের খান চৌধুরী পরিবারের মোহাম্মদ আলী খানের বড় ছেলে খান বাহাদুর রশিদ খান অ্যাংলো পারশিয়ান স্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পুরাতন নাটোর স্কুলের পাশেই ছিল এটি। ১৮৮৪ সালে নাটোর স্কুল ও অ্যাংলো পারশিয়ান স্কুল একত্র করে 'নাটোর মিউনিসিপাল হাই স্কুল' নাম দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নামে স্বীকৃতি দেয়।[১৩] পরবর্তীকালে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি ভালোভাবে চললেও আর্থিক সংকটে পড়ে বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার পথে যায়। স্কুলটি টিকিয়ে রাখার জন্য মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কাছে নাটোর মিউনিসিটিপালের তৎকালীন চেয়ারম্যান মহিম চন্দ্র রায় (এল এম এস) সহায়তা চান। মহারাজের কাছে নাটোরবাসীর অভিমত সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জগদিন্দ্রনাথ স্কুলটির দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। মালিকানা হস্তান্তর ও নিষ্কর ভূমি ব্যবহারের সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর ১৮৯৬ সালে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দি নাটোর মহারাজা'জ হাই স্কুল নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নবায়ন দেয়।[১৪] দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজা জগদিন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। ১৯০১ সালে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং হাউস নামে একটি ছাত্রাবাস চালু করা হয়। অনেক অর্থ ব্যয় করে স্কুল ভবনের দক্ষিণে কাছারি মাঠ ভরাট করা হয়। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে বিদ্যালয়ের জন্য ১৭,৬৮১ টাকা, ছাত্রাবাসের জন্য ৫,৪৮৮ টাকা, বৃত্তির জন্য ২,৩৮৭ টাকা এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য পুরস্কার ও দশম শ্রেণির জন্য স্মারক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ১৪ বছরে ২৬ হাজার টাকা খরচ করেন।[১৫] বিদ্যালয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হলে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সভাপতি হন। মহিমচন্দ্র রায় ছিলেন সম্পাদক, চৌধুরি পরিবারের মৌলভী আবদুর রহিম খান ছিলেন সহ সম্পাদক এবং প্রধান শিক্ষক দুর্গান্দ স্যানাল ছিলেন সদস্য। সরকার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বিদ্যালয়টি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কিন্তু সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ছিল না। এ অবস্থায় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ

রাজবাড়ির নিকট (বর্তমান জায়গা) নিজ জমিতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শহরের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে এটি দূরে স্থাপন করলে ছাত্ররা অসুবিধায় পড়বে বলে অনেকে বিরোধিতা করেন। বিদ্যালয়টি এ অবস্থায় অনুমোদন বাতিল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সরকার রাজবাড়ির নিকট বিদ্যালয় সরানোর মত দেন নতুন ভবনের নকশা ও পরিকল্পনার জন্য জনশিক্ষা পরিচালক ও মহারাজের অনুমোদনের পর কলকাতার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মিলার এন্ড কোং ৩৩,০০০ টাকা চুক্তিতে নির্মাণ কাজে হাত দেন।[১৬] মহারাজা নিজ খরচে স্কুল ভবন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, খেলার মাঠ, প্রয়োজনীয় ছাউনি, পায়খানা, প্রস্রাব খানা, কুয়া তৈরি করেন। চতুরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়। বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, সীমানা প্রাচীর, প্রধান শিক্ষকের বাসভবন, বৃত্তি প্রদান, বার্ষিক ৩৫০০ টাকার অনুদান, খেলার মাঠ ছাড়াও বিদ্যালয় স্থানান্তর ও উপযোগী করতে জগদিন্দ্রনাথ আরো ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ করেন।[১৭] পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায়। নাটোর জেলার দ্বিতীয় প্রাচীন বিদ্যালয় হল মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাইস্কুল। এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে থাকে

খাজুরা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৬৪)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও জমিদারদের পুরনো গ্রাম খাজুরা যা বর্তমানে একটি ইউনিয়নের মর্যাদাপ্রাপ্ত। নাটোর জেলা সদর হতে ১৫ কি.মি. উত্তর দিকে আত্রাই নদীর ধারে এ গ্রামটি অবস্থিত। ভাদুরী বংশের বসবাস ছিল এ গ্রামে। রাণী ভবানীর সময় ভাদুরী বংশের পূর্বপুরুষ খাজাঞ্চি ছিলেন এবং ভাদুরী বংশ থেকেই খাঁ উপাধির সৃষ্টি হয়। খাঁ উপাধি রানী ভবানীর দেওয়া। রানী ভবানীর কন্যা তারা সুন্দরী বিয়ে এ গ্রামের শ্রীরঘুনাথ লাহিড়ীর সাথে হয়েছিল। গ্রামটিতে বেশ ধুমধামে প্রতি বছর কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও মেলা বসে।[১৮] মধ্য মানের একটি ইংরেজি স্কুল এ খাঁ পরিবারের জমিদারদের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। জমিদার সম্মানদের লেখাপড়ার জন্য ১৮৬৪ সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে সাধারণ ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়টিতে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। জমিদার বাড়িতে থেকে অনেকে পড়াশুনা করতো। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিদ্যালয়টি আটচালা খড়ে পাঠদান করা হতো এবং এখানে পূজা মণ্ডপ ছিল বলে জানা যায়। বিদ্যালয়টি ১৯৬৮ সালে হাই স্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৯৭০ সালে প্রথমবার মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এটি নাটোরের অন্যতম পুরনো বিদ্যালয়। অত্র এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যালয়টি ভূমিকা রাখছে এবং বিদ্যালয়টি এলাকার মানুষ গর্ব করে।

চৌগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় (১৯১৩)

চৌগ্রাম নাটোর জেলার সিংড়া থানার একটি বিখ্যাত গ্রাম। মহারাজা রামকান্ত জনককুলের পিতা চৌগ্রাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার বংশজাত রোহিনীকান্ত রায় জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। চৌগ্রাম সিংড়া হতে উত্তর দিকে অবস্থিত। এই জমিদার বাড়িটি তিন দিক (পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম) দিয়ে পুকুর দ্বারা বেষ্টিত। রোহিনীকান্তের পরবর্তী প্রজন্ম রমণীকান্ত চৌগ্রামে এ জমিদার বাড়ির সন্নিকটে চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ সালে এটির ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয় এবং ১৯১৩ সালে পাঠদানের স্বীকৃতি ও বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীগণ অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রধান ফটকে তাই প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৩ সাল লেখা রয়েছে।[১৯] প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিদ্যালয়টিতে ৪ চালা বিশিষ্ট খাড়া টিনের ঘর ছিল। এর চারপাশ মাটির দেওয়াল দ্বারা নির্মিত। এই ঘরটিতে ১০টি কক্ষ ও চারদিকেই বারান্দা দ্বারা ঘেরা। বিদ্যালয়টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর কোন জানালা নেই, তবে দরজা আছে। মাটির দেয়ালের ঘরটি এখনো বিদ্যমান এবং এখানে শিক্ষাকার্যক্রম চলছে। বিদ্যালয়টিতে এখন যেখানে এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে মাটির ঘরের একটি হিন্দু বোর্ডিং ছিল। বিদ্যালয়টির মোট জমির পরিমাণ ৩.৭৫ একর এবং এ জমিটি জমিদারদের দান করা। চৌগ্রাম বিদ্যালয়ের পাশেই একটি মাজার রয়েছে। হযরত শাহ সুফি সৈয়দ সুরাফ উদ্দীন ইয়েমেনী (রহঃ) এর মাজারের জায়গা রাজা দান করেন। মাজারের জন্য জায়গা দেওয়া এ জমিদারের একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত ।[২০] প্রতি বছর শেষে রাজা একদিন করে প্রজাদের খাওয়ানোর আয়োজন করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। চৌগ্রাম জমিদারদের অত্যাচারের কথা তেমন শোনা যায় না তবে তাদের কর্মচারীরা অনেক সময় খাজনা আদায়ে জবরদস্তি করত। তবে জমিদাররা অনেক সময় খাজনা মাফ করতেন। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের কিছু জমি বেহাত হয়। রমণীকান্ত কলকাতার ল্যান্সটাউন রোডে জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানে তার বাসা থেকে অনেকে

শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা পেতেন।।[২১] তিনি নদীয়া জেলার খালিশপুর, বরিশাল জেলার সাহাবাজপুর নামে জমিদারি ক্রয় করেন। কলকাতার শহরের উপকণ্ঠে তিনি বহু খামার ক্রয় করেন। চৌগ্রাম বিদ্যলয় থেকে অনেক গুণী শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে দেশে ও দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ডাঃ মওলা বকস, মাদার বখস (রাজশাহী বিশবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম), মোঃ রহমতুল্লাহ (সাবেক চেয়াম্যান রাজউক), মোঃ হানিফ তালুকদার (সাবেক চেয়ারম্যান আনবিক শক্তি কমিশন), মোঃ রমজান আলী (শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোঃ আব্দুল জব্বার, মোঃ ফয়েজ উদ্দিন, মোঃ রবিউল ইসলাম, এম কে বাশার, মোঃ ফজলার রহমান, ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ খরশেদুল ইসলাম, মোঃ হাফিজুর রহমান প্রমুখ।[২২] এমন বহু গুণী শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে অত্র এলাকার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। ২০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এছাড়া এ বিদ্যালয়টিতে স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট এর কার্যক্রম চালু আছে। জমিদার বাড়ির মাঝ বরাবর পাকা রাস্তা করা হয়েছে। পাশেই একটি ঈদ মাঠ রয়েছে। জমিদার বাড়ির জায়গায় ফায়ার সার্ভিস অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

জোয়ারি হাই স্কুল (১৮৭২)

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোয়ারি গ্রামে বিখ্যাত বিশি পরিবারের বসবাস ছিল। বিশি বংশের অনেকে শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চায় ভূমিকা রাখেন। জোয়ারি বংশের কেশব বিশি মহাশয়ের প্রচেষ্টায় জোয়ারিতে একটি এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৩] জমিদার পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে বর্তমান জোয়ারি বাজার সংলগ্ন স্থানে জমিদারদের ছেলেমেয়ে ও আশপাশের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য পাঠশালাটি স্থানান্তর করা হয়। ১৮৭২ সালে কেশব বিশি এ মধ্যমানের ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন।[২৪] বিশি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিই বর্তমানে জোয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি এ এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৯৪৫ সালে প্রথমবারের মত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সিরাজ উদ্দিন সরকার, ইয়াকুব আলি, মৌলভী আজিজুর রহমান, ডাঃ প্রমোদনাথ হালদার, মৌলভী জামাল উদ্দিন, হাজী রিয়াজ উদ্দিন মন্ডল, রজনীকান্ত হালদার প্রমুখ। বিদ্যালয়টির মোট আয়তন ৪ একর।[২৫] বর্তমানে জোয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জোয়ারি উচ্চ বিদ্যালয় দুটি পাশাপাশি অবস্থান করছে।

ধরাইল উচ্চবিদ্যালয় (১৩২৩ বাং)

ধরাইল জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈশ্য সাহা জাতীয় হাড়োরাম সাহা নাটোর মহকুমার চাপিলা হতে এসে আত্রাই ও নারোদ নদের সঙ্গম স্থলে ধরাইল গ্রামে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন। ধরাইলে তারা নতুন জমি ক্রয় করে জমিদারি ও পত্তনী সম্পত্তির অধিকারী হন। নাটোর শহর হতে ১০ মাইল পূর্বে নারদ নদের তীরে ধরাইল জমিদার বাড়ি অবস্থিত। এ বংশের শেষ পুরুষ ছিলেন বিনোদবিহারী চৌধুরী। এই বিনোদ বাবুর বাড়িতেই ধরাইল হাই স্কুল স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়টির বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় একটি শাল কাঠের উপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দ খোদাই করা আছে এবং তা থেকে ধারণা করা হয় বিদ্যালয়টি উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়াও উক্ত কাঠের উপর শ্রী গোবিন্দদাস চৌধুরী, শ্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিনোদবিহারী চৌধুরী, শ্রী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী নাম খোদাই করা আছে। ধরাইল জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি প্রথমে মাইনর স্কুল এবং পরবর্তীতে এটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়।[২৬] ধরাইল নাটোর সদরের দিঘাপতিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। ধরাইল জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রী গোবিন্দদাস চৌধুরী, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা সকলে ধরাইল জমিদার পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের সহায়তায় বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। বিদ্যালয়টির জমি ব্যয়ভার জমিদারি স্টেট হতে নির্বাহ করা হতো। জমিদার বাড়ির অনেক ভবন ধ্বংস প্রায় এবং কিছু অংশ ভেঙ্গে নতুন ভবন করা হয়েছে। ধরাইল জমিদার পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়টি এই অঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখছে

কলম হাই স্কুল (১৯২৪)

নাটোর জেলার সিংড়া থানার কলম একটি বিখ্যাত গ্রাম। চলন বিলের একপ্রান্তে গ্রামটি অবস্থিত। কলম গ্রাম শুধু রাজশাহীতেই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য স্থানেও এ গ্রামটি সুপরিচিত। শিক্ষাদীক্ষায় এই গ্রামটি বেশ এগিয়ে ছিল। কলম হাই স্কুলটি ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পেছনে কলমের জমিদার পরিবারের অবদান রয়েছে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় জমিদার হেরম্বনাথ ভট্টাচার্য নিঃস্বার্থ অবদান রাখেন। তিনি অর্থ সংগ্রহ, গৃহ নির্মাণ, বিদেশি শিড়াক নিয়োগ, বহুসংখ্যক ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করেন। বিদ্যালয়টি স্থাপনে আরও যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, জমিদার মনীন্দ্র চক্রবর্তী ও পাশের হরিণা গ্রামের সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ।[২৭] বিদ্যালয়ের শুরু থেকে তারা বছরের পর বছর বিনা বেতন বা নামে মাত্র বেতনে শিক্ষকতা করতেন এবং সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য অনেক ছাত্রকে নিজ গৃহে রাখতেন। বিদ্যালয়টির মোট আয়তন ২.৫ একর এবং এটি জমিদারদের দান করা জমি। স্কুলের পুরনো যে ভবনটি বর্তমানে অবস্থান করছে তা জমিদারদের সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। বিদ্যালয়টি বর্তমানে সুনামের সাথে টিকে আছে এবং এলাকা বাসী পুরনো এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে গর্ব করেন ।

চামারি ভূপেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়

সিংড়া থানার চামারি একটি গ্রাম বর্তমানে ইউনিয়ন। এটি চামারিতে বাগচী পরিবার নামে একটি জমিদার পরিবারের ইতিহাস পাওয়া যায়। চামরি বি এন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রমেন্দ্র নাথ বাগচী। তার পিতার নাম ছিল ভূপেন্দ্র নাথ। পিতার নামানুসারে তিনি চামারিতে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। রমেন্দ্র নাথ বাগচী চামারি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তার শেষ জীবন কাটে কলকাতায়।[২৮] স্কুলের মোট জমি ২.০৩ একর। এর অধিকাংশ জমিদার ও স্থানীয় জনগণের দান করা। এ স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাদাত হোসেন নামে এক ব্যক্তির ভূমিকার কথা পাওয়া যায়। তিনি জমিদারের গোমস্তা ছিলেন।

দয়ারামপুর কে বি কে হাই স্কুল (১৯২৮)

দয়ারামপুর নাটোরের একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রাম। নাটোর জেলা সদর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় কুড়ি কি.মি. দূরে বড়াল নদীর তীরবর্তী দয়ারামপুর নামক জায়গাটি অবস্থিত। এ গ্রামটি দিঘাপতিয়া জমিদারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান দয়ারামের নামানুসারে করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এখানে বিখ্যাত দিঘাপতিয়া জমিদারদের একাংশের বসবাস ছিলো। ১৯২৮ সালে কে বি কে (কুমার বসা কুমার রায়) এর নামানুসারে একটি মধ্যমানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৯] এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুমার শরৎ কুমার রায়। দয়ারামপুর রাজবাড়ি সংলগ্ন এ স্কুলটি স্থাপন করা হয়। জমিদারি স্টেট হতে স্কুল নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শরৎকুমারের পুত্রগণ পশ্চিম বাংলায় চলে যায় এবং বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় পড়ে। পরবর্তীকালে এলাকার জনগণ বিদ্যালয়টিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬২ সালে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা পায়। ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয়টি হাই স্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মত শিক্ষার্থীরা মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালে থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দয়ারামপুর রাজবাড়ির রাণীমহলে বিদ্যালয়টির পাঠদান করা হয়। ১৯৮৩ সালে বিদ্যালয়টি কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্টের অধীনে আসে। ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয়টির পূর্বনাম পরিবর্তন করে 'কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে স্কুলটি সুনামের সাথে টিকে আছে। জমিদার পরিবারের সদস্য শরৎ কুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় হতে প্রতিবছর কৃতি শিক্ষার্থীরা বের হচ্ছে এবং দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখছে। দয়ারামপুর রাজবাড়িটি বর্তমানে কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্টের আওতায় রয়েছে।

নাটোরে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ক্ষেত্রে জেলার জমিদারদের ভূমিকা রয়েছে। কোন কোন জমিদার রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি ও প্রজাপীড়ন করলেও বেশ কিছু জমিদার নাটোরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মহারাণী ভবানী, প্রসন্ননাথ রায়, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, কুমার শরৎ কুমার রায়, চন্দ্রনাথ রায়, এরশাদ আলী খান চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ জমিদার শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ নাটোরের শিক্ষাব্যবস্থাকে বেগবান করেন। বহু গুণী ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেছেন এবং এলাকার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

জমিদারদের সহায়তায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নাটোরের হাতহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় সম্পৃক্ত। জমিদাররা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ। তারা চাইলে হয়তো আরও অবদান রাখতে পারতেন কিন্তু তারা সেটা করেননি। তারপরও নাটোর অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার ধারা তাদের মাধ্যমেই শুরু হয়। জমিদারদের কলকাতামুখী টান ছিল এবং বছরের অধিকাংশ সময় জমিদাররা কলকাতায় অবস্থান করতেন। জমিদারদের রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি ও বিলাসী জীবনের চিত্র পেলেও নাটোর জেলার শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। নাটোরের বেশ কিছু জমিদাররা নিজস্ব উদ্যোগে নাটোরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে নাটোর মফস্বল শহর হলে তৎকালীন সময়ে এটি ছিল একটি সুপরিচিত নগরী। জমিদার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থাপিত এখনো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে টিকে আছে এবং শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে।

তথ্য সূত্র

১. Mitra, K.C., *The Rajas of Rajshahi*, Calcutta Review, Vol.56 (Calcutta: W.H. Corry and Company, 1873), P. 24
২. মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, রাণী ভবানী (কলকাতা: বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ১৯৬০), পৃ. ৮৫।
৩. রায়, বিমল প্রসাদ, লাহিড়ী প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী (কলিকাতা: নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১), পৃ. ৫২।
৪. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ৫৬।
৫. মণ্ডল, নুর মোহাম্মদ, দিঘাপতিয়া পি এন হাইস্কুলের ইতিবৃত্ত (নাটোর: আহমেদ প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৯), পৃ. ৮
৬. তদেব।
৭. তদেব, পৃ. ২১।
৮. উদ্দিন, মোঃ আলিম, সাক্ষাৎকার, প্রধান শিক্ষক, নাটোর পিএন উচ্চ বিদ্যালয়, জানুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি.।
৯. তদেব।
১০. পাল, সমর, নাটোরের ইতিহাস (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৬২।
১১. রায়, বিমল প্রসাদ, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ৫৪।
১২. তদেব।
১৩. পাল, সমর, নাটোরের ইতিহাস, পৃ. ১৬৩।
১৪. তদেব, পৃ. ১৬৫।
১৫. তদেব।
১৬. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৮
১৮. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ১২৮।
১৯. মির্জা, মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাক্ষাৎকার, প্রধান শিক্ষক, চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, তারিখ মে ৫, ২০২৪ খ্রি.
২০. সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল আহাদ, পিতা মোঃ দীনু প্রামাণিক, গ্রামঃ চৌগ্রাম, ডাকঘর চৌগ্রাম, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলা নাটোর, বয়সঃ ৮৮ বছর, মে ৫, ২০২৪। তিনি চৌগ্রাম জমিদার বংশের শেষ রাজাকে দেখেছেন এবং সৈয়দ সুরাফ উদ্দিন ইয়েমেনী (রহঃ) এর মাজারের খাদেম হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
২১. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ১৭৭।
২২. শতবর্ষ ও পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০১৬, চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পৃ. ৭।
২৩. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ১৩২।
২৪. তদেব।
২৫. ইসলাম, মোঃ সাইফুল, সাক্ষাৎকার, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, জোয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়, তার বাবা অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মে ৭, ২০২৪।

২৬. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী পৃ. ১৩৩।

২৭. তদেব, পৃ. ১৪৯।

২৮. তদেব, পৃ. ১৩৭।

২৯. রহমান, মো. মাহবুবর, বরেন্দ্র ভূমির রাজা-জমিদার, মুহঃ মমতাজুর রহমান সম্পা, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ৭৪৩।